মেহেরপুরে বিএনপিতে মনোনয়ন নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে

মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসন মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ তে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দুই আসনেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রভাব এখন প্রান্তিক পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যেও পড়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য আমজাদ হোসেনকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই দুই আসনে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে স্থানীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যিনিই দলীয় মনোনয়ন পাবেন, সবাই ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পরই সেই অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেয়নি।

গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের পর থেকে বিরোধ শুরু হয়। মেহেরপুর সদর আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান পক্ষ বুধবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে কামরুল হাসানসহ বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দীন।

বিক্ষোভে দাবি করা হয়, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে মেহেরপুর আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত। তারা প্রকাশ্যে দলের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মনোনয়ন পাওয়া মাসুদ অরুণ ইতোমধ্যেই ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার চালাচ্ছেন। মাসুদ আরুণ বলেন, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়াতে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা মুহা. তাজউদ্দিন নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় প্রতীকের পক্ষে আগে থেকেই সক্রিয়। শহর ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতীক সংবলিত তার পোস্টার ও ব্যানারে

দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে নির্বাচনি আমেজ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন পক্ষের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসদ মিল্টন পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার দুপক্ষের সংঘর্ষ, ধাওয়া- পালটাধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বে শুধু শীর্ষপর্যায় নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মাঠে কাজ বন্ধ রেখেছেন, কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গাংনী কার্যালয়ে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু প্রমুখ। সভায় আমজাদ হোসেনকে দেওয়া দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গাংনী আসনে জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হুদাও প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ফলে আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে জেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহাজীপাড়ার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, জিয়া পরিবার না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। আজ যে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য একটি বড় সুসংবাদ আসবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, এম.এ.কে খায়রুল বাশার, মীর ফারুক, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপি’র সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু।

মেহেরপুরে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে প্রথম মামলা; আসামি ১৯ জন

মেহেরপুরে কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ পাচার ও ফেসবুক-টেলিগ্রামভিত্তিক প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে

ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। সদ্য কার্যকর হওয়া “সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫” এর আওতায় জেলার প্রথম মামলা রুজু হয়েছে নামীয় ১৯ আসামি সহ অজ্ঞাতনামাদের বিরুদ্ধে।

তবে নতুন অধ্যাদেশে জেলার প্রথম মামলাটি নিয়ে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে বিস্তারিত তথ্য না জানালেও বিষয়টি সামনে আসে আসামিদের সূত্রে প্রতিবেদকের হাতে আসা মামলার নথি থেকে। মুজিবনগর থানায় দায়ের করা ওই মামলাটি (নম্বর ৩, তারিখ ৪ নভেম্বর) থেকে জানা যায়, গত ৩ নভেম্বর বিকেল সাড়ে চারটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর এলাকায় অভিযান চালায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

অভিযানে অনলাইন জুয়া ও অর্থপাচার চক্রের তিন সদস্য দেলোয়ার হোসেন দিপু (৪০), সুমন আলী (৩৮) ও সাকিবুল ইসলাম (২৩) কে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন, জেলা গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী ও শিমুল কুমার দাস।

ডিবি পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, এ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও আশপাশের এলাকায় অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-লেনদেনের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে আসছিল। মামলার এজাহারে গ্রেপ্তারকৃতদের সহযোগী হিসেবে আরও ১৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের মুকুল, শুভ (২২), প্রসেনজিৎ হালদার (২৫), আক্তারুজ্জামান ফিলসন ও শামীম (৩০), মহাজনপুর গ্রামের মিঠু (৪০) ও সোহাগ (৩৮), গোপালপুর গ্রামের বদরুদ্দৌজা রয়েল (৩৭), রসিকপুর গ্রামের সিরাজ (৩৬) এবং মোনাখালী গ্রামের মাহফুজুর রহমান (২১)। গাংনী উপজেলার উপজেলার গাড়াডো গ্রামের তুলিপ হোসেন (৩০), মেহেরপুর সদর উপজেলার বামন পাড়ার রঞ্জু ও রাজু, কোর্ট পাড়ার মোঃ সাজু, শেখ পাড়ার পনির
(২৪) এবং স্টেডিয়াম পাড়ার বাপ্পি (৩০) সহ অজ্ঞতনাম আরো অনেককে আসামি করা হয়েছে।

মামলার নথি অনুযায়ী, চক্রটি Binance ও Stake.com নামের আন্তর্জাতিক অনলাইন ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে টাকা পাচার পাচার করত। দেশের ভেতরে বিকাশ, নগদ, রকেট ও উপায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোটি টাকার লেনদেন চালাত তারা। ফেসবুক ও টেলিগ্রাম গ্রুপে দ্রুত আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলাই ছিল তাদের প্রধান কৌশল।

অভিযানস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় একটি টয়োটা প্রিমিও (ঢাকা

মেট্রো গ-৪২-৮৩৬৫), চারটি স্মার্টফোন, একাধিক মোবাইল ব্যাংকিং সিম, অনলাইন লেনদেনের তথ্যসম্বলিত নথি ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রমাণ। পরে দিপুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে জব্দ করা হয় স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৩ আল্ট্রা, ডাচ–বাংলা ব্যাংকের তিনটি কার্ড ও দুটি পেনড্রাইভ।

এই ঘটনায় মুজিবনগর থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এর ২০(২), ২৪(২) ও ২৭(২) ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য মামলাটির দুই আসামি পনির, তুলিপ হোসেনের অর্থ পাচার নিয়ে অতি সম্প্রতি ‘ফ্রিল্যান্সার সেজে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার’ শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রথম সারির একটি জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

গাংনীতে মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে জনসভা ও র্যালী

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে আজ শুক্রবার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে জনসভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গাংনী ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মোল্লা। ‎অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি বিএনপি’র দলীয় মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

‎অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুরাদ আলী, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

‎অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন,

উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড়ু।

‎অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন, জাসাস এর সভাপতি সুলেরী আলভী, পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু। ‎অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, পৌর যুবদল নেতা মনিরুজ্জামান মনি, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইমন হোসেন, ঢাকা ছাত্রদল নেতা রাশেদ হোসেন।

‎এসময় গাংনী উপজেলার বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-১ আসনের জন্য দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, মেহেরপুর জেলা শাখা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে এ বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা

বিএনপি’র মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমুন নাহার রিনা, ৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌর বিএনপি’র সভাপতি সালমা খাতুন, আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য মেরিনা খাতুন, মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক, শিমু খাতুন, নাজু, পিয়ারী খাতুন, মুক্তা, রাকিবা, চায়না, কনা, জতি, লাবনীসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সমাবেশে জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে যারা মনোনয়ন দিয়েছে, তাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। মেহেরপুর-১ আসনের জনগণ যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী চায়, দলীয় কোন্দল নয়। তিনি আরও বলেন, দলকে শক্তিশালী করতে হলে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় সংগঠনের ঐক্য বিনষ্ট হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় পর্যায়ে চান্স পেলেন আবু নাঈম

মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তেলাওয়াতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে আবু নাঈম।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর মডেল মসজিদে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় জেলার তিনটি উপজেলা থেকে বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

আবু নাঈম মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের কৃতি সন্তান ও সোনাপুর দারুল কুরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

এর আগে, সোমবার সারাদিনব্যাপী মুজিবনগর উপজেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় প্রথম

স্থান অধিকার করে জেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নাঈম।

তার এই সাফল্যে তার বাবা-মা সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

এছাড়া তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নাঈমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের দশকপূর্তি উদযাপন

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের দশকপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপলক্ষ্যটি ঘিরে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) কলেজ প্রাঙ্গণের জামতলায় অনুষ্ঠিত হয় আলাপচারিতা, সংগীত পরিবেশনা ও চা আড্ডা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের প্রধান কাজী আশরাফুল আলম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন, ড. গাজী রহমান, মিরাজ উদ্দিন, রূপালী বিশ্বাস ও নারগিস আক্তার প্রমুখ।

দশকপূর্তি অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষার্থীরা মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। সংগীত পরিবেশন করেন ফৌজিয়া আফরোজ তুলি, মোহনা, পৌলমী কুণ্ডু, ঐতিহ্য শাখারী পৃথা, অনিন্দিতা সরকারসহ বাংলা বিভাগের শিল্পীরা।

মেহেরপুরে পৃথক দুটি মামলায় তিন আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে পৃথক দুটি মামলায় দণ্ডবিধির ৩২৩ ও ৩২৪ ধারায় তিন আসামিকে জেল-জরিমানা দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এসকল আদেশ দেন।

প্রথম মামলায় শফিকুল ইসলামকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা দেওয়া হয়েছে। অনাদায়ে ১৫ দিনের প্রবেশন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

মামলার বিবরণে জানা যায়, পূর্বের শত্রুতার জের ধরে বাদী ও সাক্ষীদের ওপর আসামিরা অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে বাদী হাসুয়া ও লোহার রডের আঘাতে রক্তাক্ত জখম হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দ্বিতীয় মামলায়, মোঃ ফজলুল হক ওরফে ফজলুকে ৬ মাসের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড।
অপর আসামি ইকবালকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে আসামিরা ধারালো দা ও লোহার রড নিয়ে বাদীর বাড়িতে প্রবেশ করে বাদী, তার ভাই বাবলু ও ভাবি কদভানুর ওপর হামলা চালায়। এতে তিনজনই গুরুতর আহত হন।

মামলাগুলোর তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। সাক্ষ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামিদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে মনোনয়ন বাতিলের দাবীতে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা বিএনপি’র

মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের কার্যালয়ে এই যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, উপজেলা বিএনপি’র নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

যৌথসভায় বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবীতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করা হবে।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই বিএনপির একাংশের নেতাকর্মী আন্দোলন শুরু করে। তারা মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে টায়ার জালিয়ে অবরোধ করে। পরের দিন সকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গ্রুপ ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন দফায় দফায় সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুরে পেঁয়াজের বাজার অস্থির

মেহেরপুরে অস্থির হয়ে উঠেছে পেঁয়াজের বাজার। গত দু’দিনের ব্যবধানে মেহেরপুরের বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে মেহেরপুরের পাইকারি বাজারে দেশি পেঁয়াজ ১০০ টাকা এবং খুচরা বাজারে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে ছোট সাইজের নিম্নমানের পেঁয়াজ কেজিতে ১০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে।

গতকাল বুধবার সকালে শহরের বড়বাজারের পাইকারি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে বাজারে দেশি ও ভারতীয় পেঁয়াজ পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে। দুই দিন আগে যা বিক্রি হচ্ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা কেজি দরে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ২০ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। গত সপ্তাহে ভারতীয় পেঁয়াজ ছিল ৬০ টাকা ও দেশি ৬৫ টাকা কেজি। খুচরা বাজারে এসব পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১১০ ও ১০৫ টাকা কেজি দরে।

মেসার্স লতিফ বানিজ্যালয়ের আড়তদার মোঃ মিজান বলেন, কৃষকের ঘরে পেঁয়াজ না থাকায় বাজারে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এলসি কমলে দামও কমবে। আবার যদি ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি শুরু করে, তাহলে দাম আরও কমে যাবে। তবে দেশি পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির ধারাই অব্যাহত থাকবে। বাইরের পেঁয়াজের দাম কমলে এখানেও প্রভাব পড়বে।

সামাদ বানিজ্যের আড়তদার আব্দুস সামাদ বলেন, বাজারে এলসি বন্ধ থাকায় পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। যদি এলসি না খোলে, তাহলে আগামী এক মাস বাজারে অস্থিরতা থাকবে। নতুন পেঁয়াজ উঠলেই এই সংকট কেটে যাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারত থেকে পেঁয়াজ না আসায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমাদের মোকামেই প্রতি মণ পেঁয়াজ ৪ হাজার টাকা করে পড়ছে। তার সঙ্গে পরিবহন খরচ আছে প্রতি কেজিতে ১০ টাকা। তাই যতদিন ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি না দেবে, ততদিন দাম চড়াই থাকবে।

খড়ি কাটা এলাকার আশরাফপুরের আসলাম বলেন, ৫০০ টাকা হাজিরি করি, আর ১০০ টাকার পেঁয়াজ কিনি। না খেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

কৃষক ওয়ারেস বলেন, পেঁয়াজ কিনতে এসে দেখি কেজি ১০০ টাকা। এখন মাছ কেনার সামর্থও আমার নেই।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, চলতি বছর পুরোটাই দেশীয় পেঁয়াজ বাজারে ছিল। এখন মৌসুম শেষ পর্যায়ে হওয়ায় দাম বাড়ছে। নতুন ফলন বাজারে আসা পর্যন্ত বাজারে অস্থিরতা থাকবে। তবে আমদানির সুযোগ দিলে এ দাম কমে যাবে।

বর্তমানে খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১১০ টাকায় এবং ভারতীয় পেঁয়াজ ১০৫ টাকায়। দুই দিন আগেও দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হতো ৮০ টাকায় এবং ভারতীয় ৯০ টাকায়। গত সপ্তাহে ভারতীয় পেঁয়াজ ছিল ৭০ টাকা ও দেশি ৮০ টাকা কেজি।

খুচরা ব্যবসায়ী মোঃ জাব্বার বলেন, আমদানি কম থাকায় আমরা পর্যাপ্ত মাল পাচ্ছি না। আগে যেভাবে পেঁয়াজ আসতো, এখন তার অর্ধেকও আসে না। ভারতীয় পেঁয়াজ তো এখন একেবারেই নেই। নতুন পেঁয়াজ উঠলে ও আমদানি বাড়লে বাজারে স্থিতি ফিরবে।

ব্যবসায়ী আবদুর সুবান বলেন, পেঁয়াজের মৌসুম শেষের দিকে, তার ওপর এলসি কম। তাই বাজারে সরবরাহও কমে গেছে। নতুন পেঁয়াজ উঠলেই দাম স্বাভাবিক হবে।

মোঃ কুদ্দুস বলেন, এখন বাজারে এলসি বন্ধ, তাই দাম বেশি।আমরা অপেক্ষা করছি ভারত ও নতুন পেঁয়াজ উঠার জন্য। যদি ভারত দেয় তাহলে দাম কমবে, না দিলে নতুন পেঁয়াজ উঠা পর্যন্ত দাম আরও বাড়তে পারে।

তহ-বাজারের সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হচ্ছে লোকাল পেঁয়াজের আমদানি একদম নেই। এগুলো মেহেরপুরের পেঁয়াজ নয় কুষ্টিয়া, পাবনা ও ফরিদপুর থেকে আমদানি করা। এখন মালের ঘাটতি আগের তুলনায় অনেক বেশি। মাল প্রায় শেষ হয়ে যাওয়াতেই ঘাটতি হয়েছে, আর হঠাৎ করে দামটাও একটু বেশি।

তিনি আরও বলেন, দাম স্বাভাবিক হওয়ার একটাই উপায় এলসি করা ও পেঁয়াজ আমদানি শুরু হওয়া। যতদিন এলসি পেঁয়াজ বাইরে থেকে না আসবে, ততদিন পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। দাম বাড়ার

কারণে চাষিদের কাছে যে পেঁয়াজগুলো আছে সেগুলো যদি বাজারে আসে, তাহলে দাম কমতে পারে। আর যদি না আসে, তাহলে একেবারে এলসি নির্ভর হয়ে যাবে বাজার।